দৈনিক খবর

তারিখ 03 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৭
কলাম ৬

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির খসড়া

মেডিকেল কলেজকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ

॥ আবু সালেহ ॥

খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নীতিতে মৌল প্রযুক্তি শিক্ষা সম্পর্কে স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানসমূহ ও শিক্ষার ব্যবস্থাযুক্ত হাসপাতাল সংলগ্ন মেডিকেল, ডেন্টাল ও নার্সিং কলেজসমূহকে কার্যতঃ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদানের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, প্রতিটি কলেজ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বোর্ড অব গভর্নরস থাকবে– যা নীতি প্রণয়ন, অর্থ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী নিযুক্তি প্রদান ইত্যাদির ব্যাপারে সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে গণ্য করা হবে। বোর্ড অব গভর্নরস দ্বারা গঠিত বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে কাজ চালাবে।

স্নাতক-নিম্ন চিকিৎসা ও নার্সিং শিক্ষার জন্য সম্প্রতি যে পাঠ্যসূচী সংশোধন করা হয়েছে তা পরিবর্তনশীল স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে ও প্রয়োজনে অনবরত পর্যালোচনা ও সংশোধন করতে হবে। ক্লিনিক্যাল বিষয়াদির পাশাপাশি মৌলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রোগ-প্রতিরোধের উপরও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে বর্তমানে মেধাভিত্তিক যে ভর্তি নীতি আছে তা অবশ্যই অনুসরণ করা হবে। মহিলা ও উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য কয়েকটি আসন সংরক্ষিত থাকবে। পুরোপুরি মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক মনোনয়ন করা হবে। পরীক্ষার ফলাফল ও গবেষণা প্রকাশনা থেকে মেধা নির্ণিত হবে।

স্বাস্থ্যনীতিতে আরো বলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞের স্বল্পতা দূরীকরণার্থে স্নাতকোত্তর মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ গুণগত ও পরিমাণগতভাবে উন্নত করা হবে। স্নাতকোত্তর ইন্সটিটিউশনসমূহ এবং মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোকে এই প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে আরো শক্তিশালী করা হবে। স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থাগার বই, সাময়িকী ও

২-এর পাতায় দেখুন

মেডিকেল কলেজকে স্বায়ত্তশাসনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে এবং যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করে প্রকৃত অর্থে উন্নত করা হবে। যথাশীঘ্র একটি অন-লাইন কম্প্যুটারযুক্ত স্বাস্থ্য গ্রন্থাগারের নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে। নার্সের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়াস নেয়া হবে, যাতে পরিকল্পনা অনুসারে নার্সের পরিমাণগত প্রয়োজন মেটানো যায় এবং অদক্ষ কর্মী সংখ্যা হ্রাস করা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের সহযোগিতায় উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় নার্সিংকে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করা সম্ভব কি-না তা যাচাই করে দেখা হবে। এতে নার্স প্রশিক্ষণের সময়সীমা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

এতে বলা হয়েছে, দেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নার্সদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী লভ্য করা আবশ্যক। মেডিকেল কলেজের সাথে যুক্ত নার্সিং প্রতিষ্ঠানসমূহে নার্স শিক্ষায় স্নাতক কোর্স চালু করা যায়। নার্সিং কলেজেও অবিলম্বে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান ও কলেজে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা যায়। ঢাকায় অবস্থিত বর্তমান ইন্সটিটিউটস অব হেলথ টেকনোলজিকে উন্নীত করে স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতে স্নাতক কোর্স প্রবর্তন করা যায়। এ জন্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসসমূহের বিভিন্ন স্তরে স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদদের নিয়োগের জন্য ও প্যারামেডিকেল কর্মীর অভাব মেটানোর জন্য বর্তমানের কয়েকটি মেডিকেল সহকারী প্রশিক্ষণ স্কুলকে প্যারামেডিকেল সায়েন্স ও ফার্মেসী পড়ানোর জন্য পুনর্বিন্যস্ত করা হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

চিকিৎসা শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হবার পর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে লভ্য প্রায়োগিক সুবিধাদির সুযোগের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ও শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতিকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উভয় মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যথাযথ যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশিক্ষণ

প্রত্যেক স্তরে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য বাধ্যতামূলক ভিত্তি পুনর্বিন্যাস, চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের (প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা) ব্যবস্থা থাকবে। সার্ভিসের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাকরিকালীন কাজে নিযুক্ত সদ্য নিযুক্তিপ্রাপ্তদের চাকরিতে দক্ষতা গুণগতমান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। ভিত্তি প্রশিক্ষণ ও অবিরাম শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এই উদ্দেশ্যে মাঝারি ও উচ্চ স্তরের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের অধীন কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনে একটি প্রশাসনিক কলেজ বা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হবে।

নিম্নস্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য মেডিকেল সহকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও প্যারামেডিক প্রতিষ্ঠানকে আরো উন্নীত করা হবে। ভিত্তি প্রশিক্ষণ এবং চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রমিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হবে এবং তা অনবরত পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হবে। প্রশিক্ষণ যাতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্জিত সর্বশেষ অগ্রগতিকে ধারণ করে এবং একই সংগে বাংলাদেশের জীবনঘনিষ্ঠ হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা উভয় দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সমকালীন পরিস্থিতি ও চিন্তা এবং সরকারের নীতির উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে। এভাবে প্রশিক্ষণ আধুনিক ও সমন্বিত করা হবে। নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মেধাভিত্তিক নির্বাচনের বিষয় বিবেচিত হতে পারে বলেও খসড়া স্বাস্থ্যনীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।